প্রসঙ্গ হিযবুত তাহ্‌রীরঃ
আমাদের কাজ এবং ভিশন

(হিযবুত তাহ্‌রীর-এর সদস্য ড. আব্দুর রাফাই কর্তৃক
হিযবুত তাহ্‌রীর-এর কেন্দ্রীয় মিডিয়া অফিসের জন্য
লিখিত নিবন্ধ হতে অনুবাদকৃত)

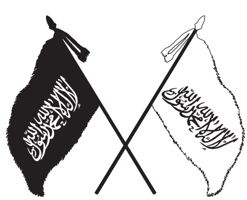

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্‌ বাংলাদেশ

প্রসঙ্গ হিযবুত তাহ্‌রীরঃ আমাদের কাজ এবং ভিশন

হিযবুত তাহ্‌রীর একটি বৈশ্বিক রাজনৈতিক দল, যার আদর্শ হচ্ছে ইসলাম এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ইসলামী জীবনধারাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনাই যার একটিমাত্র লক্ষ্য। ১৯৫৩ সালে জেরুজালেমের আল-কুদসে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে দলটির চিন্তাসমূহ এবং উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের পদ্ধতি সর্বদাই নিহিত আছে ইসলাম, ইসলামের আক্বিদাহ্‌ ও ব্যবস্থাসমূহ বিশদভাবে বোঝার মধ্যে।

এমন এক সময়ে যখন মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য, জাতীয়তাবাদ বিশেষ করে প্যান-এ্যারাবিজম ও আরব জাতীয়তাবাদে নিমজ্জিত, সমাজতন্ত্র দ্বারা মন্ত্রমুগ্ধ, এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে আঞ্চলিক উপনিবেশবাদবিরোধী আন্দোলনে ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখন শেখ তাকিউদ্দীন নাবাহানী (রহ.) কর্তৃক **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে এক আলোক-রশ্মির আবির্ভাব ঘটে।

স্ফটিক স্বচ্ছ ধারনা, গভীর চিন্তা এবং দৃঢ় বিশ্বাস সম্বলিত এটি এমন এক আলোক-রশ্মি যার নিকট রয়েছে উম্মাহ্‌'র জন্য সঠিক সমাধান এবং তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি।

হিযবুত তাহ্‌রীর, দ্যা পার্টি অব লিবারেশন (মুক্তির দল) তার সময়ের চেয়ে অগ্রগামী ছিল। এর চিন্তাসমূহ এমন এক যুগে আবির্ভূত ও অভিনব হিসেবে সমাদৃত হয়েছিল যখন স্বাধীনতা বলতে কেবল ঔপনিবেশিক দখলদারদের কাছ থেকে ভূখন্ড মুক্ত করাকেই বুঝাতো। এটি স্পষ্ট করেছিল যে, প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে চিন্তার মুক্তি; জীবনব্যবস্থাসহ সেসমস্ত বিশ্বাস, চিন্তা ও মূল্যবোধ থেকে মুক্তি যা দখলদার শক্তি মুসলিম উম্মাহ্‌'র উপর চাপিয়ে দিয়েছিল। **হিযবুত তাহ্‌রীর** জোর দিয়েছিল যে, প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে পশ্চিমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব (আল-কিয়াদাতুল ফিকরিয়্যাহ্‌) অর্থাৎ জীবনের বিষয়াদি থেকে ধর্মকে পৃথক করা নামক মৌলিক বিশ্বাস হতে আমাদের চিন্তা বা মনকে মুক্ত করা।

হিযবুত তাহ্‌রীর বলেছিল যে, প্রকৃত মুক্তি হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ নামক আক্বিদাহ্‌'কে উপড়ে ফেলা এবং এটিকে ইসলামের আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক আক্বীদাহ্‌'র উপর দৃঢ় বিশ্বাস দ্বারা প্রতিস্থাপন করা। **হিযবুত তাহ্‌রীর** গুরুত্বারোপ করেছিল, এই প্রকৃত মুক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত অর্জন সম্পন্ন হবে না যতক্ষণ না আমরা পুঁজিবাদ বা সমাজতন্ত্র নামক কুফর ব্যবস্থাকে ভেঙে অকার্যকর করে ফেলে ইসলামী ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করি।

তাই **হিযবুত তাহ্‌রীর** নাহদা (পুনর্জাগরণ)-এর কথা বলেছে। চিন্তা বা মনের পুনর্জাগরণ। এবং দলটি বলেছে: "মহাবিশ্ব, মানুষ ও জীবন, এবং এগুলোর সাথে এই পার্থিব জীবনের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বিষয়সমূহের সম্পর্ক সম্বন্ধে সার্বিক চিন্তা-ভাবনার ভিত্তিতে মানুষের পুনর্জাগরণ হয় (ইয়ানহাদু)। অতএব, মানুষের পুনর্জাগরণের (ইয়ানহাদু) জন্য তার বর্তমান চিন্তা-ধারনার আমূল ও সামগ্রিক পরিবর্তন করে তার স্থলে নতুন চিন্তা-ধারনা জন্ম দেয়া প্রয়োজন"।

إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا۟ مَا بِأَنفُسِهِمْ

"আল্লাহ্ কোন জাতির অবস্থার পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে" [সূরা আর-রাদ : **১১**]

হিযবুত তাহ্‌রীর এই বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে যে, মানুষের চিন্তাভাবনা ও আবেগ, এবং যে ব্যবস্থা দ্বারা মানুষ সংঘবদ্ধ ও শাসিত হয় তার পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাজে পরিবর্তন সাধিত হয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর ইসলামকে একটি আক্বীদাহ্, একটি সামগ্রিক চিন্তা (ফিকর), একটি রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক আক্বীদাহ্ (যা হতে ব্যবস্থা উৎসারিত হয়) সম্বলিত একটি জীবনব্যবস্থা হিসেবে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেছে। এমন এক ব্যবস্থা যা আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ)-এর উপর ঐশ্বরিকভাবে নাযিল হয়েছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** স্পষ্টভাবে এই দ্বীনের ধর্মনিরপেক্ষকরণকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

হিযবুত তাহ্‌রীর ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠালগ্নেই এই ইসলামী ব্যবস্থা তথা খিলাফতের সংবিধান প্রণয়ন করে। **হিযবুত তাহ্‌রীর** খিলাফতের কাঠামো, প্রশাসন এবং বিভিন্ন ব্যবস্থাসমূহ, যেমন: ইসলামের অর্থনৈতিক ও শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছে, যেগুলো আপনারা বর্তমানে শুনছেন।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বিশদ বর্ণনা সম্বলিত বিভিন্ন প্রকাশনা রয়েছে – কিভাবে খিলাফত কাজ করবে, এর স্বপ্ন (ভিশন) বাস্তবায়নের সুস্পষ্ট পরিকল্পনা কি, যার কিছু ছিটেফোটা এখন আপনারা শুনছেন। যেগুলো দ্বীনের ঐশ্বরিক প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে কিংবা এর সমালোচকদের হাত থেকে ইসলামকে রক্ষা করতে কেতাবী আলোচনার কোন উপাদান নয়, এবং রাজনৈতিক তাত্ত্বিকদের দার্শনিক গুজবও নয়।

বরং, যে চিন্তাসমূহ আমরা বর্তমানে উপস্থাপন করছি এবং বিশদ বর্ণনা সম্বলিত যেসব প্রকাশনা আমরা প্রণয়ন করে রেখেছি তা কেবল ইসলামী জীবনব্যবস্থার বাস্তব প্রত্যাবর্তনের জন্য। খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য। এটি আমাদের সমসাময়িক সমস্যাগুলোর বাস্তব সমাধানের জন্য। এসব চিন্তাসমূহ নতুন এক ভবিষ্যৎ গড়ার স্বপ্নের জন্য; নতুন এক বিশ্বের, নতুন এক ব্যবস্থার, নতুন এক শক্তির, এবং দ্বিতীয় খিলাফতে রাশিদাহ্ ফিরিয়ে আনার স্বপ্নের জন্য, ইনশা’আল্লাহ্।

আমাদের আলেমগণ

আমাদের পান্ডিত্যের ক্ষেত্রে, আমরা নীতিগতভাবে অবস্থান গ্রহণ করেছি যে, আমাদের আলেমদের উপাধি বা যোগ্যতা সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা না করার। এর কারণ যাতে উম্মাহ্ নামসর্বস্ব উপাধির ঊর্ধ্বে উঠতে পারে, এবং আলোচনাকে এর দলিল ও উৎস তথা কুর'আন-সুন্নাহ্'র প্রতি মনোনিবেশ করাতে পারে।

কেউ কেউ বলতে পারে সকল আলেমের উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু, কেউ কেউ হয়তো বুঝতে পেরেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইসলামকে সংস্কার করা যাতে এটিকে ধর্মনিরপেক্ষ উদারপন্থী চিন্তা-চেতনা ও মূল্যবোধের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়। তাই চিন্তা এবং লক্ষ্যের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা অর্জন না করা পর্যন্ত আলেম কিংবা সাধারণ মুসলিম কেউই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত নয় এবং পশ্চিমা হস্তক্ষেপের লক্ষ্যবস্তু। পান্ডিত্য ও উপাধিকে ব্যবহার করা হয়েছে ইসলামকে সংস্কারের এজেন্ডার অংশ হিসেবে।

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজের জন্য যে জ্ঞান বা পান্ডিত্য প্রয়োজন, তার অভাব **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেই। আমাদের প্রকাশিত বক্তব্যসমূহ পর্যালোচনা করার যেকোনো আন্তরিক প্রচেষ্টাই এই সত্যকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করবে। যাহোক, উপাধিসমূহ প্রচার না করার নীতিগত অবস্থানে অটল থাকা কঠিন হলেও এর মাধ্যমে মুসলিমদের চিন্তাধারাকে উন্নত করার দীর্ঘমেয়াদী ফলাফল অর্জনের নিরিখে এই সংগ্রাম যথার্থ।

তবুও, আমি উদাহরণ হিসেবে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর নেতাদের সম্পর্কে সংক্ষেপে কথা বলব।

হিযবুত তাহ্রীর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শেখ তাকিউদ্দীন নাবাহানি (রহ.), তার সাথে অন্যান্য ফুকাহাগণ ছিলেন যাদের অধিকাংশই আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিলেন নিমর আল-মাসরি, দাউদ হামদান, ঘানিম আবদু, শেখ আহমেদ দাউর, শেখ আব্দুল কাদিম জাল্লুম, এছাড়াও তাদের সাথে অন্যান্য উলামাগণ ছিলেন।

শেখ তাকি **১৯১১** সালে হাইফা থেকে কয়েক মাইল দূরে ইজজিমে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আলেম পরিবার থেকে এসেছেন। তার পিতা শেখ ইব্রাহীম ছিলেন একজন আইনজ্ঞ এবং শারী'আহ্ শিক্ষক, এবং তার মা তাকিয়া একজন হাদীস মুখস্তকারী ছিলেন। তার নানা শেখ ইউসুফ আল-নাবাহানি উসমানীয় খিলাফতকালে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং উসমানীয় আদালতে একজন কাজী ছিলেন।

শেখ তাকি অল্প বয়সেই হাফিজ আল-কুর'আন হন। **১৯২৮** সালে তিনি অধ্যয়নের জন্য মিশরে যান, যেখানে তিনি একইসাথে আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং দার আল-উলুমে ভর্তি হন। তিনি **১৯৩২** সালে উভয় প্রতিষ্ঠান হতে স্নাতক হন, তিনি তার ক্লাসের শীর্ষস্থানসহ ৪টি ডিগ্রি অর্জন করেন – আল-আজহার হাই স্কুল সনদ, শারী'আহ্ ডিগ্রি, আরবী ভাষা ও সাহিত্যে ডিগ্রি, এবং শারী'আহ্ বিচারক হওয়ার জন্য ইজাজা ডিগ্রি।

তার শিক্ষকবৃন্দ এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণ অনুসারে, শেখ তাকি তার চিন্তাভাবনার গভীরতায় ও জোরালো যুক্তি প্রদানে একজন প্রতিভা ছিলেন, এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। **হিযবুত তাহ্‌রীর** প্রতিষ্ঠার পূর্বে তিনি জেরুজালেমে একজন বিচারক হিসেবে কাজ করেছিলেন।

শেখ তাকি বই, নিবন্ধ, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং বিস্তৃত বিষয়ের উপর ফতোয়াসহ বিপুল পরিমাণ সাহিত্য রচনা করেছেন।

একইভাবে, **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর দ্বিতীয় আমীর শেখ আবদুল কাদিম জাল্লুম (রহ.) একটি ধর্মীয় পরিবার থেকে এসেছিলেন। তিনি আল-আজহার থেকে স্নাতক হন এবং শাহাদা তাল 'আলামিয়া অর্জন করেন ও বিচার বিভাগে বিশেষজ্ঞ হন, যা আধুনিক সময়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির সমতুল্য। তিনি একজন ফকীহ্ ছিলেন, এবং খিলাফতের তহবিল সহ বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন।

তৃতীয় এবং বর্তমান আমীর শেখ আতা ইবনে খলিল আবু রাশতা প্রাথমিক পর্যায়ে হেবরনের কাছে একটি শরণার্থী শিবিরে বেড়ে ওঠেন এবং পড়াশোনা করেন, এবং শেষ পর্যন্ত মিশরের কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে স্নাতক হন। তিনি **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর প্রথম মুখপাত্র ছিলেন এবং জর্ডান সরকার তাকে নিয়মিত গ্রেফতার করতো। তার লেখা বই 'তাইসির ফী উসুল আত-তাফসির' এবং অসংখ্য বিষয়ে তার নিয়মিত প্রশ্নোত্তর তার পান্ডিত্যের গভীরতা প্রদর্শন করে। 'তাইসির ফী উসুল আত-তাফসির' বইটিতে তাফসিরের নীতিমালার উপর প্রবন্ধ রয়েছে, এবং পরবর্তীতে সূরা আল-বাক্বারাহ্-এর তাফসিরের মাধ্যমে এই নীতিমালার প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। জর্ডানে কারাগারে থাকা অবস্থায় তিনি এই বইটি লিখেছিলেন।

ত্যাগ ও কোরবানি

হিযবুত তাহ্‌রীর তার চিন্তাসমূহ ও খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্য অর্জনের জন্য অনেক রক্ত ও অশ্রু বিসর্জন দিয়েছে। ১৯৫৩ সালের শুরু থেকেই মুসলিম বিশ্বজুড়ে দলটির উপর নির্যাতন নেমে আসে এবং এটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। এর সদস্যদেরকে হয়রানি করা, নজরদারিতে রাখা, নির্বাসনে পাঠানো, জেলে অন্তরীণ রাখা, নির্যাতন ও হত্যা করা অব্যাহত রয়েছে। এটি একটি সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও এসব করা হয়েছে।

১৯৫৩ সালে দলটি প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পরে, প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা হয়। তাদেরকে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান পরিত্যাগ করতে বলা হয় এবং এমনকি ঘুষ নিতে বলা হয়। **হিযবুত তাহ্‌রীর**'কে নিষিদ্ধ করা হয়, অথচ জর্ডান সরকারের প্রতি নমনীয় উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি থাকার কারণে অন্যান্য দলগুলোকে আন্দোলন পরিচালনা করার অনুমতি দেয়া হয়।

হিযবুত তাহ্রীর-এর কর্মকান্ড প্রতিরোধ করার জন্য আইন পাস করা হয়, এবং ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশক জুড়ে দলটির সদস্যদেরকে গ্রেফতার করা একটি নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাড়ায়। শুধু এই বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করার জন্য বলছি, দলের নেতা-কর্মীরা মসজিদে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, বা রাস্তায় বক্তৃতা দেয়ার সময় সাথে করে বক্তব্যের অনুলিপির পাশাপাশি নিজেদের পায়জামা ভর্তি ব্যাগও নিয়ে যেত, কারণ তারা জানতো যে বক্তৃতার পরে কর্তৃপক্ষ তাদেরকে অবিলম্বে গ্রেফতার করবে।

আব্দুল গনি আল-মাল্লাহ্ ছিলেন **হিযবুত তাহ্রীর**-এর প্রথম সদস্য, যাকে ১৯৬৩ সালে ইরাকি বাথিস্টরা নির্যাতন করে হত্যা করে।

শেখ আবদুল আজিজ আল-বদরি ছিলেন একজন সুপরিচিত আলেম ও বিশিষ্ট প্রাক্তন সদস্য, ১৯৬৯ সালে ইরাকি বাথপার্টি তাকে নির্যাতন ও হত্যা করে।

শেখ তাকিকে ১৯৭২ সালে ইরাকি সরকার গ্রেফতার এবং নির্যাতন করে। তাকে ৩ মাস ধরে দিনে কেবল এক চামচ খাবার দেয়া হতো।

মোহাম্মদ মোস্তফা রামাদান ১৯৮০ সালে লন্ডনের রিজেন্ট পার্ক মসজিদের বাইরে গাদ্দাফি কর্তৃক গুপ্তহত্যার শিকার হন।

হিযবুত তাহ্রীর-এর বিরুদ্ধে গাদ্দাফি একটি ব্যক্তিগত ক্রুসেড পরিচালনা করেছিল। ১৯৮৩ সালে সে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর ১৩ জন সদস্যকে হত্যা করে; বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুলে তাদের শিক্ষক, ছাত্র ও পরিবারের সদস্যদের সামনে তাদেরকে ফাঁসি দেয়া হয়। তাদের মধ্যে একজনকে জীবিত অবস্থায় নামিয়ে আনা হয়েছিল, তাকে দ্বিতীয়বার ফাঁসিতে ঝুলানো হয়, এরপর তারা তার দেহকে একটি গাড়ির পিছনে বাঁধে এবং তার পরিবারের সামনে গাড়িটা চালায়।

মোহাম্মাদ মুহাতাব হাফফাফকে ফাঁসিতে ঝুলানোর পর সরকার সমর্থকরা তার প্রাণহীন দেহকে প্রহার করতে থাকে। ২০১২ সালের এপ্রিল মাসে ত্রিপলি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩০ বছর আগে নিহতদের স্মরণে একটি স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়, এবং যে প্রাঙ্গনে তাদের মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়েছিল সেটিকে “শহীদ মোহাম্মদ মুহাতাব হাফফাফ” হিসেবে নামকরণ করা হয়।

১৯৮৪ সালে সাদ্দাম হোসেন বেশ কয়েকজন সামরিক অফিসারসহ **হিযবুত তাহ্রীর**-এর ৬০ জন সদস্যকে মৃত্যুদন্ড দেয়।

১৯৯৯ সালে ফরহাদ উসমানভ উজবেকিস্তানে ইসলাম কারিমভের হাতে নিহত হন। **হিযবুত তাহ্রীর**-এর বিরুদ্ধে ইসলাম করিমভ যে বর্বরতা চালিয়েছিল তার কোনো সীমা নেই। হিযবের কিছু সদস্যকে জীবন্ত সিদ্ধ করা হয়েছিল। এমনকি নারীরাও রেহাই পাননি। যেমন: ফরহাদের স্ত্রী মোশারফ উসমানোভাকেও গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি পরে ইসমাত হুদয়বারদিয়েভকে বিয়ে করেন, এবং তাকেও ২০০২ সালে হত্যা করা হয়।

২০০৫ সালে উজবেকিস্তানের একটি শহর আন্দিজানে আনুমানিক ৫০০-৭০০ জন মুসলিম পুরুষ,

মহিলা এবং শিশুকে ইসলাম কারিমভ গণহত্যা করে, যাদের মধ্যে অনেকেই হিযবের দাওয়াহ বহনকারী ছিলেন।

২০১০ সাল নাগাদ, উজবেকিস্তানে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর প্রায় ৮০০০ সদস্যকে বন্দী করা হয়েছিল।

২০১২ সালে, পাকিস্তানে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর মুখপাত্র নাভিদ বাটকে প্রকাশ্য দিবালোকে গোয়েন্দা সংস্থা অপহরণ করে এবং তার অবস্থান এবং বর্তমান অবস্থা এখনও অজানা।

উপরন্তু, বিগত ২০ বছরে তিউনিসিয়া, মিশর, তানজানিয়া, ইয়েমেন, ফিলিস্তিন, লেবানন, জর্ডান, সিরিয়া, কুয়েত, তুরস্ক, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, উজবেকিস্তান, কিরগিজস্তান, তাজিকিস্তান, কাজাখস্তান, রাশিয়া এবং ক্রিমিয়াতে **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর হাজার হাজার সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিশেষ করে মধ্য-এশীয় দেশগুলোতে এবং রাশিয়ায় তাদেরকে দীর্ঘমেয়াদী সাজা দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্‌'র (سبحانه وتعال) সন্তুষ্টি এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর নারী ও পুরুষ সদস্যগণ যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন, উপরে বর্ণিত ঘটনাসমূহ তার কয়েকটি উদাহরণ মাত্র। তারা এই উম্মাহ্‌'র অংশ, যে উম্মাহ্‌ ইসলামের জন্য সমবেতভাবে কষ্ট ভোগ করে। তাদের একমাত্র অপরাধ হচ্ছে এই যালিম শাসকদের বিরুদ্ধে হক্ব কথা বলা এবং ইসলাম বাস্তবায়নের আহ্বান জানানো। আল্লাহ্‌ (سبحانه وتعال) আখিরাতে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন, তাদের উপর পরিচালিত নিপীড়নকে সহজ করে দিন, কারাগারে বন্দীদেরকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিন, এবং নিহতদেরকে শহীদ হিসেবে পুনরুত্থিত করুন, ইনশা'আল্লাহ্‌। আমীন।

রাজনৈতিক চৌকসতা

পুনর্জাগরণ ও খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজ হচ্ছে রাজনৈতিক কাজ, যা ইসলাম দ্বারা পরিচালিত হয়। রাজনৈতিক চৌকসতা হচ্ছে স্পষ্ট চিন্তা করার, সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার, আদর্শিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করার, সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং সমাজের প্রকৃতি বোঝার সক্ষমতা। এসব গুণাবলী ছাড়া আন্দোলন ব্যর্থ হবে, শত্রুদের খেয়াল-খুশি মতো নিয়ন্ত্রিত হবে, এবং পুনর্জাগরণের পথে অগ্রসর হতে অক্ষম হবে।

"রাজনীতি থেকে মুসলিমদেরকে বিচ্ছিন্ন করার একটি প্রচারণা চলছে... [এটা] রাজনীতিকে ইসলামের মাহাত্ম্য ও আধ্যাত্মিকতার সাথে সাংঘর্ষিক হিসেবে চিত্রিত করার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। অতএব, মুসলিমদেরকে পুনর্জাগরিত করার উদ্দেশ্যে কর্মরত ইসলামী দলসমূহের বিরুদ্ধে কাফির রাষ্ট্রসমূহ ও দালাল শাসকগোষ্ঠী যে যুদ্ধ পরিচালনা করছে তার পিছনের গুপ্ত উদ্দেশ্য উম্মাহ্‌'কে বুঝতে হবে...

ইসলামী সংস্কৃতি বা আদর্শের ভিত্তিতে উম্মাহ্'কে জাগ্রত করতে হবে, উম্মাহ্'কে সর্বদা ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও হুকুমসমূহ অবহিত করার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে, এবং ব্যাখ্যা করতে হবে যে কিভাবে এসব চিন্তাধারা ও হুকুমসমূহ ইসলামী আক্বিদাহ্ থেকে উৎসারিত হয় এবং, এই সংস্কৃতি বা আদর্শকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে আল্লাহ্'র (سبحانه وتعالى) আদেশ ও নিষেধ হিসেবে তার সামর্থ্যের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করা প্রয়োজন" – ('রাজনৈতিক চিন্তা' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

হিযব অব্যাহতভাবে বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে তার সঠিক বোঝাপড়া এবং সাধারণভাবে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় তীক্ষ্ণতা প্রদর্শন করেছে। এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করার জন্য আমি কয়েকটি উদাহরণ দেব।

১৯৫০-এর দশকে যখন সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য প্যান-এ্যারাবিজমকে আঁকড়ে ধরেছিল এবং মহান মুক্তিদাতা হিসেবে জামাল আবদেল নাসের কর্তৃক মোহিত হয়ে গিয়েছিল, তখন হিযব বলেছিল যে সে একজন মার্কিন দালাল ছাড়া আর কিছুই নয়। সেসময়ে এটা ছিল অকল্পনীয়। হিযব এই দৃঢ় ও অজনপ্রিয় রাজনৈতিক অবস্থান গ্রহণের কারণে অনেক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। হিযবের সদস্যরা তখন কেবল কর্তৃপক্ষণ নয়, বরং সাধারণ জনগণের হাতেও নির্যাতিত হয়েছিল।

উপরন্তু, আমরা এটাও বলেছিলাম যে মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র গঠন ছিল এই অঞ্চলে মার্কিন পরিকল্পনার অংশ, এবং জর্ডান ও ইরাকের মধ্যে আরব ইউনিয়ন গঠন ছিল ব্রিটেনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার প্রচেষ্টা।

কয়েক দশক পরে আমাদের অবস্থান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।

আরেকটি উদাহরণ হচ্ছে, ১৯৬৬ সালের জুলাই মাসে আমরা সতর্ক করেছিলাম যে, পশ্চিম তীরকে ইহুদিবাদী সত্ত্বার নিয়ন্ত্রণে দেয়া হবে, এবং ইসরাইল ও জর্ডানের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হবে। এ ধরনের পদক্ষেপের বিরুদ্ধে জর্ডানের প্রধানমন্ত্রী ওয়াসফি আল-তালকে সতর্ক করার জন্য একটি প্রতিনিধি দল পাঠানো হয়েছিল। তিনি এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এমন ঘটনা কখনো ঘটবে না। পরের বছর, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে ছয় দিনব্যাপী যুদ্ধের সময় ঠিক তাই ঘটেছিল। আমরা বাদশাহ্ হুসেনকে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করেছিলাম, এবং যার ফলে নিশ্চিত গ্রেফতারের পরিণতি বরণ করতে হয়েছিল।

একইভাবে, আমরা খোমেনিকে জবাবদিহি করেছিলাম, তার সংবিধানের অসারতাকে প্রমাণ করেছিলাম, এবং ১৯৭৯ সালে বলেছিলাম যে তাদের বিপ্লব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃক সমর্থিত ছিল। যা ছিল সেসময়ে অবিশ্বাস্য একটি বিষয়। তখন অন্যান্য ইসলামী আন্দোলনসহ অনেক মানুষ ছিল খোমেনি ও ইরানী বিপ্লবের পুরাদস্তুর সমর্থনকারী এবং/অথবা সমালোচনায় নিস্পৃহ। এমনকি এখনও আমরা বলি, ইরান হচ্ছে "মহা শয়তান" আমেরিকার দালাল। খোমেনি এবং সিআইএ-এর মধ্যে পারষ্পরিক যোগাযোগের বিষয়টি সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত দলিল-দস্তাবেজের মাধ্যমে এখন উন্মোচিত হয়ে গেছে। সোজা কথায় ইরান ও আমেরিকার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

কয়েক দশক পরে আমাদের অবস্থান সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৯৯ সালে যখন জেনারেল পারভেজ মোশাররফ পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসে, তখন অধিকাংশ জনসাধারণ এবং অন্যান্য ইসলামী আন্দোলন সেই অভ্যুত্থানকে সমর্থন করে। যাহোক, আমরা স্পষ্টভাবে বলেছিলাম সে হচ্ছে আমেরিকার দালাল, যার পরিকল্পনা ছিল কাশ্মীরে প্রতিরোধ আন্দোলনের অবসান ঘটানো এবং কাশ্মীরের উপর ভারতের দখলকে মজবুত করার সুযোগ প্রদান। সে এই অঞ্চলে 'ওয়ার অন টেরোরিজম (WOT)' এবং মার্কিন পরিকল্পনায় স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণকারী ছিল। বিশ বছর পর, ২০১৯ সালে, পাকিস্তানের নিরঙ্কুশ গ্রহণযোগ্যতার সাথে কাশ্মীর অবশেষে ভারতের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে, যা রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের বোঝার গভীরতার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

সিরিয়ায় অভ্যুত্থানের সময় আমরা আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে বলেছিলাম যে বাশার আল-আসাদ আমেরিকার দালাল, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই হচ্ছে নাটের গুরু যেকিনা বিপ্লবকে ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে রাশিয়া, ইরান, তুরস্ক, কুর্দি মিলিশিয়া ও আই.এস.আই.এস-কে নিয়ে এসেছিল।

আরেকটি উদাহরণ, ১৯৯৬ এবং ১৯৯৭ সালে আমরা "দ্য আমেরিকান ক্যাম্পেইন টু সাপ্রেস ইসলাম" এবং "ডেনজারাস কনসেপ্টস" নামক দু'টি বই প্রকাশ করি। বই দু'টিতে আমরা সন্ত্রাসবাদ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, আন্তঃবিশ্বাস, বহুত্ববাদ ইত্যাদির মতো পারিভাষিক শব্দাবলী ব্যাখ্যা করেছি যে চিন্তাগুলো ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

আমরা বলেছিলাম, "আমেরিকার বর্তমান ক্যাম্পেইনের লক্ষ্য হচ্ছে, মুসলিমরা যাতে ইসলাম প্রত্যাখ্যান করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের আক্বিদাহ্'কে আলিঙ্গন করে এবং পুঁজিবাদকে তাদের নতুন "দ্বীন" হিসেবে গ্রহণ করে চিন্তার ভিত্তি বানায়, যার ফলশ্রুতিতে ইসলাম ধ্বংস হয়ে যায় ...যার অর্থ ইসলামকে এমনভাবে মুসলিমদের জীবন থেকে সম্পূর্ণভাবে হটিয়ে দেয়া যাতে কেবল উপাসনালয়ে পরিচালিত ধর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে এটির আর কিছুই অবশিষ্ট না থাকে।

এই সত্যের স্পষ্ট প্রমাণ হলো, পুঁজিবাদকে সার্বজনীন করার লক্ষ্যে পরিচালিত ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি আমেরিকা ইসলামের বিরুদ্ধে তার যুদ্ধ অব্যাহত রাখতে ইসলামকে জীবনাদর্শ হিসেবে দৃঢ়ভাবে ধারণকারীদের সন্ত্রাসী আখ্যা দিচ্ছে, কিংবা ইসলামের ভিত্তিতে উম্মাহ্'কে পুনর্জাগরিত করতে বিশ্বস্ততার সাথে কর্মরতদের উপর অত্যাচার করতে মুসলিম ভূ-খন্ডসমূহের দুর্নীতিবাজ শাসকদেরকে বাধ্য করেছে, এর পাশাপাশি এসব দালাল শাসক ও তাদের দোসরদের সহায়তায় ইসলামের চিন্তা-ধারনাকে বিকৃত করছে"।

ঠিক এটাই আমরা আজকে ওয়ার অন টেরোরিজম (সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ) কিংবা ওয়ার অন ইসলাম (ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ)-এর নামে প্রত্যক্ষ করছি। আবারও আমাদের চিন্তা এবং রাজনৈতিক মতামত সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সবশেষে, ২০২১ সালের ডিসেম্বরে, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে আমরা বলেছিলাম, "রাশিয়া নিজেকে একটি সঙ্কটের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ... [এবং] আমেরিকা ... রাশিয়াকে উস্কে দিয়েছে যাতে রাশিয়ার কাছে ইউক্রেন আক্রমণ করা ছাড়া আর কোনো উপায় বা

বিকল্প না থাকে, [যাতে রাশিয়া] ইউক্রেনীয় পাঁকে আটকে যায় এবং ইউরোপের সাথে সমস্যায় জড়িয়ে পড়ে। ইউক্রেন ন্যাটোর সদস্য রাষ্ট্র নয় যে আমেরিকা [সামরিকভাবে] তার প্রতিরক্ষায় এগিয়ে আসবে [বরং এটি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করবে]। রাশিয়া যদি ভুল করে এবং ইউক্রেন আক্রমণ করে, তবে এটি রাশিয়ার আগ্রাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ার অজুহাতে আমেরিকাকে ইউরোপীয় দেশগুলোকে বশে আনার এবং তাদেরকে আমেরিকার নিয়ন্ত্রণের অধীনে ফিরিয়ে আনার সকল ন্যায্যতা প্রদান করবে, যা রাশিয়া কর্তৃক সমর্থিত আন্তর্জাতিকতাবাদের বহুমুখীতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এছাড়াও একটি বিষয় রয়েছে যা রাশিয়া দেখতে পাচ্ছে না, সেটা হচ্ছে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার আক্রমণের ঘটনায় রাশিয়ার উপর আমেরিকা যে [বর্ধিত] চাপ সৃষ্টি করবে তা আমেরিকার হাতে নতুন একটি হাতিয়ার তুলে দেবে, যা রাশিয়া ও চীনের মধ্যে উদীয়মান জোট ভেঙে দিতে সহায়ক হবে ... আমেরিকা যদি রাশিয়াকে জড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় এবং তাকে ইউক্রেনে যুদ্ধে ঠেলে দেয়, তবে রাশিয়া তার পরিকল্পনায় নিপতিত হবে বা ফেঁসে যাবে"।

এই ইস্যুতে আমরা যা বলেছি তার বেশিরভাগই ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে। সর্বোপরি, উপরোক্ত বিষয়গুলো এই সত্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, হিযব রাজনৈতিক তীক্ষ্ণতা ও সচেতনতার ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছে। অতএব, হিযব-এর মধ্যে রাষ্ট্রনায়ক রয়েছেন যারা আসন্ন খিলাফতের নেতৃত্ব দিবেন, ইনশা'আল্লাহ্।

নীতি, ধারাবাহিকতা এবং আপোষহীনতা

বিশ্বজুড়ে **হিযবুত তাহ্রীর**-এর বিরুদ্ধে নিপীড়ন চালানো সত্ত্বেও দলটি তার রাজনীতিতে সত্যবাদীতা এবং সাহসী ভূমিকা বজায় রেখেছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে দলটি নীতির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, অটল ও আপোষহীনভাবে। বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার রাজনীতি, রাজনৈতিক সুবিধা বা মাসলাহা অন্বেষণ এটির ডি.এন.এর অংশ নয়। **হিযবুত তাহ্রীর**-এর সদস্যদেরকে হয়রানি, গ্রেফতার, নির্যাতন এবং মৃত্যুদন্ড দেয়া সত্ত্বেও দলটি তার নিপীড়কদের এক ইঞ্চিও ছাড় দেয়নি।

এটি তার নাম পরিবর্তন করেনি, এটি তার চিন্তা-ধারনায় মিশ্রণ ঘটায়নি এবং খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার পদ্ধতির সাথে আপস করেনি। যে পদ্ধতিকে দলটি শুধুমাত্র কুর'আন, সুন্নাহ্ এবং আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর সীরাত থেকে উদ্ভূত করেছে। যে পদ্ধতিকে দলটি হুকুম শারী'আহ্ হিসেবে বিশ্বাস করে।

নীতিগতভাবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নেই না। নীতিগতভাবে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ সরকারে কোন পদ চাই না। নীতিগতভাবে আমরা অত্যাচারীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলাই না। নীতিগতভাবে আমরা তাদের সাথে সেলফি তুলি না যারা আমাদের উপর বোমা হামলা চালিয়েছে। নীতিগতভাবে আমরা বিশ্বাস করি, এসব করা হারাম।

নীতিগতভাবে আমরা অত্যাচারী মুসলিম শাসকদেরকে তোষামোদ করি না। নীতিগতভাবে আমরা তাদের সাথে হাত মিলাই না। নীতিগতভাবে আমরা তাদের এজেন্ডাকে এগিয়ে নেই না।

নীতিগতভাবে আমরা হক্ব কথা বলি, তাতে হিযবের বা ব্যক্তির পরিণাম যাই হোক না কেন। নীতিগতভাবে আমরা হক্ব কথা বলি, যদিওবা তা জনপ্রিয় না হয়।

নীতিগতভাবে আমরা কখনও রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে কিংবা সংস্কারের মাধ্যমে ইসলামকে পশ্চিমা এজেন্ডার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে ইসলামের আদর্শিক ধারনায় কোন পরিবর্তন আনি না।

নীতিগতভাবে আমরা উদারপন্থী বা রক্ষণশীলদের সাথে একসারিতে দাঁড়াই না। নীতিগতভাবে আমরা আধুনিকতা, উদারনীতি বা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের সাথে মানানসই করতে ইসলামের মধ্যে সংস্কার আনি না।

নীতিগতভাবে আমরা খিলাফত, শারী'আহ্, জিহাদ, আমর বিল 'মারূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার, হিজাব, বিবাহ, হুদুদ ইত্যাদি ধারনাসমূহের সাথে অন্যকিছুর মিশ্রণ ঘটাই না।

নীতিগতভাবে আমরা রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর দেখানো রাজনীতির পথে চলি এবং বাস্তবতাকে বা রাজনৈতিক সুবিধাকে উৎস হিসেবে গ্রহণ করি না।

নীতিবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে, প্রাসঙ্গিক আদিল্লাহ্ অনুধাবনপূর্বক ইসলামের দ্বীনের সামগ্রিক অনুসরণ। নীতিবান হওয়ার অর্থ হচ্ছে, দ্বীনের আনুগত্যে, আল্লাহ্'র (سبحانه وتعالى) আনুগত্যে, তাঁর হুকুমের আনুগত্যে অবিচল, দৃঢ় ও আপোষহীন থাকা:

وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا

"এবং আমার আয়াতসমূহ তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করো না" [সূরা আল-মায়িদাহ : ৪৪]।

আমাদের ভিশন

আজ আমরা আপনাদেরকে উম্মাহ্ এবং সাধারণভাবে সমগ্র বিশ্বের জন্য একটি নতুন ভবিষ্যত গড়ার উদ্দেশ্যে আমাদের স্বপ্নের একটি প্রতিচিত্র দেখিয়েছি। আমাদের স্বপ্ন হচ্ছে এসব চিন্তাসমূহকে অধিগম্য করে তোলা এবং বাস্তবে পরিণত করা, যাতে এগুলো মানবজাতির জীবনে পরিবর্তন আনতে পারে। তাই ইসলামকে তার নিজস্ব বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানতত্ত্বের ভিত্তিতে দেখা অপরিহার্য। প্রায়শই কিছু আলেম, চিন্তাবিদ ও আন্দোলন ইসলামকে আধুনিকতার সাথে মানানসই করতে, পশ্চিমা

সংবেদনশীলতার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে, এবং পশ্চিমা ভূমিতে আমাদের উপস্থিতিকে "সহজ" করতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাদের স্বপ্নটি কেবল ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমা বিশ্বে একটি আরামদায়ক উপস্থিতি খোঁজার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেখানে আমরা ধর্ম পালনে তথাকথিত "স্বাধীন" এবং "স্বীকৃত" বলে দাবী করা হয়। এই বিষয়ে যেকোন আন্তরিক অনুসন্ধান এটা প্রকাশ করবে যে, এধরনের "স্বাধীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা" কেবল একটি ভ্রান্তিমাত্র।

অবশ্যই, পশ্চিমা দেশসমূহে 'সংখ্যালঘু' হিসেবে আমাদেরকে নির্দিষ্ট কিছু সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়, তবে এধরনের সংখ্যালঘু চিন্তাভাবনা এবং অরাজনৈতিক স্থানীয় ইসলাম আমাদের রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর পথ নয়।

আমাদের প্রিয় নবী (ﷺ) এবং মক্কায় মুসলিমদের ছোট দলটি ছিল সংখ্যালঘু। এরপরও তিনি (ﷺ) প্রথম থেকেই স্থিতাবস্থাকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, বাস্তবায়িত ব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যার মধ্যে তিনি (ﷺ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন, এবং একটি বিশ্বশক্তির কল্পনা করেছিলেন যা রোম ও পারস্যকে জয় করবে। নিশ্চয়ই সেটি ছিল একটি সাহসী নীতিগত অবস্থান এবং স্বপ্ন।

অতএব, আমাদের দিগন্তকে প্রসারিত করতে হবে। যা প্রয়োজন তা হলো ভবিষ্যতের জন্য একটি স্বপ্নসহ ইসলামী বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা, যা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্ধকারকে দূর করবে এবং ইসলামী শাসন তথা খিলাফতের অধীনে বিশ্বকে আলোকিত করবে।

খিলাফত বিলুপ্তির পর বিগত ১০১ হিজরী বছর ধরে উম্মাহ্ আল্লাহ্'র (سبحانه وتعالى) আইন ছাড়াই জীবনযাপন করেছে, একটি দেহের মত সমগ্র এই উম্মাহ্ অপমান, নিপীড়ন, দখলদারিত্ব, দুর্নীতি, যুদ্ধ, অনৈক্য, উপনিবেশায়ন, এবং বর্বরতার শিকার হচ্ছে।

বৈশ্বিক রাজনৈতিক দল-এর সাথে কাজে যোগ দিন

আজ এখানে, আমরা একটি বৈশ্বিক ইসলামী রাজনৈতিক দলকে উপস্থাপন করছি, যেটি উম্মাহ্'কে পুনর্জাগরিত করতে এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে পুনরায় চালু করতে নিবেদিত। একটি বৈশ্বিক দল, যেটি আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত বিশ্বের ৪০টি দেশে আদর্শগত ধারাবাহিকতা, নিপীড়নের বিরুদ্ধে সহনশীলতা, এবং দৃঢ় সংকল্প ও ইচ্ছাশক্তির সাথে তার লক্ষ্য অর্জনে কাজ করে যাচ্ছে।

নিপীড়ন ও মিডিয়া ব্ল্যাকআউট সত্ত্বেও দলটি এই একক লক্ষ্যের জন্য বিশ্বজুড়ে উম্মাহ্'কে আন্দোলনে নামাতে সক্ষম।

উদাহরণস্বরূপ, ২০০৭ সালে ইন্দোনেশিয়ায় দলটির বার্ষিক রজব ক্যাম্পেইন কার্যক্রমে ১,০০,০০০ অংশগ্রহণকারীর উপস্থিতিতে জাকার্তার গেলোরা বুং কার্নো স্টেডিয়াম পূর্ণ হয়েছিল, যাদের অধিকাংশ ছিলেন মহিলা। গত বছর, খিলাফত ধ্বংসের ১০০ হিজরী বার্ষিকী উপলক্ষে **হিযবুত তাহ্‌রীর** আমেরিকা থেকে অস্ট্রেলিয়া, উজবেকিস্তান থেকে পূর্ব আফ্রিকা, এবং এমনকি আফগানিস্তান জুড়ে একটি বিশ্বব্যাপী প্রচারণা-কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল।

জোর দিয়ে আবারও বলতে গেলে, এটা খিলাফতের দাবীতে নিছক কোন শ্লোগাণ নয়। বরং, আমাদের কার্যক্রমের প্রত্যাশিত উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুসলিম বিশ্বে বর্তমানে বাস্তবায়িত ব্যবস্থাসমূহকে ভেঙে ফেলা এবং বর্তমানে মুসলিমরা যেসব সমস্যার সম্মুখীন সেগুলোর বাস্তব সমাধান প্রদান করা।

আমেরিকার প্রেক্ষাপটে, আমেরিকাতে বসবাসরত মুসলিমরা প্রভাবিত হচ্ছিল এমন বেশ কয়েকটি বিষয়ে **হিযবুত তাহ্‌রীর** আপোষহীন নীতিগত অবস্থান গ্রহণ করে, বিশেষ করে ৯/১১-এর পরে যখন অনেকেই অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ইউ-টার্ন নেয়।

রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, সহিংস চরমপন্থা মোকাবিলা (সি.ভি.ই) প্রোগ্রাম, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের মনগড়া বর্ণনা, আইডেনটিটি পলিটিক্স, এবং এমনকি আমাদের 'আক্বিদাহ্'র ধর্মনিরপেক্ষকরণ, 'মার্কিন ইসলাম' এবং 'চাঁদ দেখা' ও 'সংখ্যালঘু ফিকহ্'-এর মতো ফিকাহ্ বিষয়গুলোর সাথে সম্পর্কিত বিপদসমূহ সম্পর্কে মুসলিমদেরকে প্রতিনিয়ত সতর্ক করা থেকে শুরু করে হিযব ধারাবাহিকভাবে উম্মাহ্'র বিষয়াদিতে সোচ্চার থেকেছে, যদিওবা এটির সামনে বহু প্রতিবন্ধকতা দাঁড় করানো হয়েছে। এটি কোন 'উদারপন্থী' বা 'ডানপন্থী' এজেন্ডার সাথে নিজেকে জোটবদ্ধ করেনি, কিংবা 'ভাল মুসলিম/খারাপ মুসলিম' বিবৃতি দ্বারা বিভ্রান্ত হয়নি।

হিযবুত তাহ্‌রীর দশকের পর দশক ধরে কোনরূপ আপোষ ছাড়াই অজনপ্রিয় হলেও এই ধরনের বিষয়ে সাহসী ইসলামী নীতি ও মতামতকে সমুন্নত রেখেছে। দলটি তার সময়ের চেয়ে অগ্রগামী। এটি বক্রতা থেকে এগিয়ে রয়েছে।

দলটি এটা করেছে কোন পার্থিব প্রশংসার আশা না করে, এমনকি পিঠ চাপড়ানোও নয়, বরং এটা কেবলমাত্র উম্মাহ্'র জন্য উদ্বেগ এবং আল্লাহ্'র (سبحانه وتعال) সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য।

হিযবুত তাহ্‌রীর এই প্রচেষ্টার সর্বাগ্রে ছিল এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যের বিষয়ে মুসলিমদের মধ্যে আলোচনা উত্থাপনের জন্য এটিকে কৃতিত্ব দেয়া দরকার।

এমনকি দলটির কঠোর সমালোচক জেইনো বারানকেও এই বিষয়টি স্বীকার করতে হয়েছিল। সে বলেছে, "এখন পর্যন্ত **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো, এটি মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বিতর্কের বিষয়গুলো অপসারণ করেছে। কয়েক বছর আগেও বেশিরভাগ ইসলামী দল একটি নতুন খিলাফত প্রতিষ্ঠার ধারনাকে অবাস্তব লক্ষ্য বলে মনে করত। কিন্তু এখন ক্রমবর্ধমান সংখ্যক মানুষ এটিকে গুরুতর উদ্দেশ্য হিসেবে বিবেচনা করে। এবং, কয়েক দশক ধরে একটি বৈশ্বিক ইসলামী সম্প্রদায়ের (উম্মাহ্'র) অস্তিত্ব এবং ঐক্যের উপর জোর দেয়ার পর, **হিযবুত তাহ্‌রীর** মুসলিমদের

মধ্যকার ক্রমবর্ধমান এই অনুভূতির জন্য গর্ব করতে পারে যে তাদের মুখ্য পরিচয় তাদের ধর্ম থেকে উদ্ভূত হয় এবং তাদের প্রকৃত আনুগত্য তাদের জাতি, বর্ণ, বা জাতীয়তার প্রতি নয় বরং তাদের ধর্মের প্রতি” (Fighting the War of Ideas - Zeyno Baran)

খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা হচ্ছে “একটি চিন্তা যার সময় এসেছে”।

প্যাট্রিক বুকানান বলেছেন, “ইসলাম দুই শতাব্দীর পরাজয় ও অটোমান সাম্রাজ্যের অপমান এবং আতার্তুক কর্তৃক খিলাফত বিলুপ্তির পরও বেঁচে রয়েছে। এটি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পশ্চিমা দুঃশাসন সহ্য করেছে। এটি মিশর, ইরাক, লিবিয়া, ইথিওপিয়া এবং ইরানে পশ্চিমাপন্থী রাজন্যবর্গকে স্থায়িত্বের দিক দিয়ে ছাড়িয়ে গেছে। ইসলাম সহজেই সাম্যবাদকে (কমিউনিজম) প্রতিহত করেছে, ১৯৬৭ সালে নাসেরবাদের বিশৃঙ্খলা থেকে রক্ষা পেয়েছে, এবং আরাফাত বা সাদ্দামের জাতীয়তাবাদের চেয়ে অধিক স্থায়ী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এখন, এটি বিশ্বের সর্বশেষ পরাশক্তিকে প্রতিহত করছে। ইসলামী শাসনের ধারনা যদি ইসলামী জনগণের মধ্যে প্রোথিত হয়, তবে পৃথিবীর সেরা সেনাবাহিনীও কিভাবে তাকে থামাতে পারে?” (An idea whose time has come - Patrick Buchanan)

খিলাফত ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি। এটি “চরমপন্থী” নয়, বরং এটি আদর্শিক ইসলামের অংশ। খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা আমাদের সকলের উপর একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য/ফরজ।

আপনারা এই কাজে অংশগ্রহণকারী কিংবা দর্শক কিংবা বিরোধিতাকারী যেই হোন না কেন আপনাদেরকে অবশ্যই উপলব্ধি করতে হবে যে, উম্মাহ্‌'র গতিপথ এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, এবং আল্লাহ্‌'র (سبحانه وتعال) ইচ্ছায় এটি আপনাদের সাথে নিয়ে বা আপনাদের ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হবে।

প্রশ্ন হলো, এই পথে আপনার অবস্থান কোনটি?

আল্লাহ্‌ (سبحانه وتعال) বলেন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলের সেই আহ্বানে সাড়া দাও, যখন তোমাদেরকে এমনকিছুর দিকে আহ্বান করা হয় যা তোমাদের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার করে” [সূরা আল-আনফাল : ২৪]।

ইসলাম ও ইসলামের বাস্তবায়নই আমাদের উম্মাহ্‌'কে জীবন দিতে পারে।

আপনারা চারপাশে তাকান, আপনারা কি উম্মাহ্‌'র বেদনা ও যন্ত্রণা দেখতে ও অনুভব করতে পারছেন না? আপনারা চারপাশে তাকান, আপনারা কি আমাদের নারী ও শিশুদের আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছেন

না? আপনারা চারপাশে তাকান, আপনারা কি ভারতে আমাদের নারীদের ধর্ষণ এবং চীনে নারীদের বন্ধ্যাকরণের কথা শুনতে পাচ্ছেন না? এই উম্মাহ্ যে মর্মবেদনার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে তা কি আপনারা অনুভব করবেন না। আর কতকাল, আমার ভাই-বোনেরা, আর কতকাল? আর কতকাল চোখ ক্রন্দন করবে? আর কতকাল হৃদয় এই যন্ত্রণা সহ্য করতে পারে?

হে উম্মাহ্, খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠা যদি সমাধান না হয় তবে সমাধান কি?

আমার ভাই ও বোনেরা, কাজে যোগ দিন। **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে প্রচেষ্টায় যোগ দিন। একটি দল যেটি নীতির উপর দাঁড়িয়ে আছে, অটল এবং আপোষহীনভাবে। একটি দল যেটিতে একটি নতুন বিশ্ব, একটি নতুন বিশ্ব-ব্যবস্থা, একটি নতুন খিলাফতে রাশিদাহ্ বাস্তবায়নের স্বপ্নদর্শী এবং যোগ্য রাষ্ট্রনায়ক রয়েছে, এমন একটি পদ্ধতির উপর দৃঢ় রয়েছে যেটিতে দলটি এক ইঞ্চিও আপোষ করেনি। রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)-এর পদ্ধতিতে *খিলাফাহ্ আলা-মিনহাজ আন-নবুওয়াহ্* পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর**-এর সাথে কাজ করুন।

পরিশেষে, আল্লাহ্'র (سبحانه وتعال) প্রতিশ্রুতি স্মরণ করুন:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

"*হে ঈমানদারগণ, তোমরা যদি আল্লাহ্'কে সাহায্য কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদসমূহ দৃঢ় করবেন*" [সূরা মুহাম্মদ : ৭]।

ড. আবদুর-রাফাই
৬ই মার্চ, ২০২২

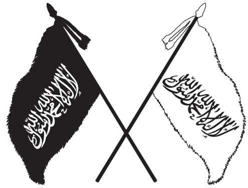

যোগাযোগঃ

হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

www.ht-bangladesh.info
htmedia.bd@outlook.com